গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) অনুবিভাগ
www.hsd.gov.bd

বিষয়: করোনাভাইরাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর সংক্রমণ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য গত ২১.০৪.২০২০ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণ, দূর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পুলিশ মহাপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সচিব মহোদয়গণ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই সভার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংযুক্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব; সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ডিজি-ডিজিএফআই, ডিজি-এনএসআইসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। সংক্রমণের বর্তমান পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য চালু এবং প্রস্তুতকৃত হাসপাতাল সুবিধার বর্ণনা দেন। তিনি জানান বর্তমানে ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে সরকারি হাসপাতালে প্রায় ৬ হাজার শয্যা করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এই কার্যক্রমে সরকারী হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতাল হিসাবে পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

৩। করোনা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক তদারকি, সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জানান সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, DG DGFI ও DG NSI সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করছেন। এই রোগ বিস্তারের গতি প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ নিয়ে রোগতত্ত্ব ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ যে সব সম্ভাব্য Scenario প্রস্তুত করেছেন তার ভিত্তিতে এই রোগের মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে মর্মে তিনি জানান।

৪। করোনা বিস্তারের ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপন বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান বিশেষজ্ঞগণ দুটি Scenario প্রস্তুত করেছেন। প্রথমটি Conservative, যে প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ৩১ মে ২০২০ তারিখ অবধি ৪৮-৫০ হাজার ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারেন এবং মৃত্যু বরণ করতে পারেন প্রায় ৮০০ -১০০০ ব্যক্তি। অন্য একটি প্রক্ষেপণ অনুসারে এই আক্রান্তের সংখ্যা হতে পারে প্রায় এক লক্ষ মানুষ। তিনি জানান এই Worst Case Scenario বিবেচনায় রেখে আমাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে এই সব Scenario modeling এ অনেকগুলি Factor বিবেচনা ও ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন Lock down, Awareness, Social distancing ইত্যাদি এবং এগুলির বর্তমান পর্যায়)। আলোচ্য প্রক্ষেপনটি বিবেচনায় রেখে করোনা নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার প্রস্তুতি গৃহীত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি জানান WHO র সর্বশেষ চিকিৎসা নির্দেশনা অনুসারে আক্রান্তদের মধ্যে ২০% রোগীর হাসপাতাল সেবা প্রয়োজন পড়ে।

৫। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক হাসপাতাল জানান যে, সারা দেশে কোভিড রোগীদের হাসপাতাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক এর একটি ম্যাপিং সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বর্তমানে সরকারিভাবে প্রায় ৬০০০ শয্যা প্রস্তুত আছে। এর ধারবাহিকতায় সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে সারা দেশে মোট ২০০০০ শয্যা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

৬। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীদেরকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য সেখানে অবস্থিত দূতাবাস ও মিশনের সাহায্যে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে প্রবাসীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা সাধানের চেস্টা করা হচ্ছে যেন তারা এই দূর্যোগময় সময়ে সেখানে অবস্থান করতে পারেন। এছাড়া বিদেশ থেকে যারা ফিরছেন তাদের কোয়ারান্টাইনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৭। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের টেলিমেডিসিন সার্ভিস প্রদানের জন্য একটি গাইডলাইন খুবই জরুরি। এজন্য একটি Practicing guide line থাকা প্রয়োজন বলে মত প্রদান করেন।

৮। মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় বলেন, করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রথম থেকেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পরিস্থিতি এখনও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আছে। তিনি বলেন ঘরে বসে করোনার চিকিৎসা পাওয়া যায় এরকম একটি চিকিৎসা প্রদ্ধতি প্রণয়ন করে সামাজিক যোগযোগ ও গণমাধ্যমে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। তিনি জানান রোগ বিস্তার প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মডেল এবং চিকিৎসার জন্য চীন- দক্ষিণ কোরিয়ার মডেল গ্রহণ করতে পারি, তবে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে প্রতি সপ্তাহে প্রক্ষেপণ হালনাগাদ করতে হবে।

৯। জাতীয় গোয়েন্দ সংস্থার মহাপরিচালক (DG NSI) করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বিষয়ে প্রক্ষেপণটি যথাযথভাবে প্রণয়ন করে প্রস্তুতি ও রির্সোস প্লানিং করা প্রয়োজন। বেসরকারি খাতকে সরকারি খাতের সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে তিনি মত প্রকাশ করেন।

১০। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/তত্ত্বাবধানে পুলিশসহ দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দিনরাত নিরলসভাবে করছে এবং এজন্য এখনও অনেকটা ভাল আছি। আইসোলেশন, কোয়ারেনটাইন, সংক্রমণ এবং লকডাউন কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এই মুহূর্তে কোন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশে ঢুকতে দেয়া যাবে না। অনেক ডাক্তার-নার্স ভয়ে আছে। স্বাস্থ্য সেবার মান আরও বৃদ্ধি করার জন্য চিকিৎসকদের আরও আন্তরিক হতে হবে।

১১। প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জানান হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল চিকিৎসা টিম গঠনের জন্য প্রয়োজনে নতুন চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে। এজন্য পরীক্ষার মাধ্যমে উর্ত্তীণ কিন্তু পদের অভাবে চাকুরী পাননি তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

১২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন, সংক্রমণ ঠেকাতে এবং কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার জন্য পাড়া/মহল্লায় প্রচার ও মাইকিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুযোগ পেলেই লোকজন একত্রিত হচ্ছেন। গ্রামে প্রচার/সচেতনতার জন্য ৬০ লক্ষ আনসার সদস্যরা কাজ করছেন। তিনি জানান নতুন করে রোহিঙ্গাদের আগমন কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হচ্ছে।

১৩। দূর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব বর্ধিত খাদ্য সহায়তার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং জানান যে মে ২০২০ মাস পর্যন্ত খাদ্য সহায়তার জন্য যথেষ্ট খাদ্য মজুদ রয়েছে। এছাড়া তিনি চিকিৎসক নার্সদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে প্রথম লাইন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে বিভক্ত করে রাখার পরামর্শ দেন।

১৪। সশস্ত্র বাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বিদেশ ফেরত নাগরিকদের প্রতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টাইনের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে। প্রয়োজনে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করে আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদান করবে। এছাড়া রোজার সময়ে আলোচ্য বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রচারের অনুরোধ জানান।

১৫। পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন, ক্রমান্বয়ে হোমকোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ৬টি জেলা (কোভিড বিহীন) আংশিক লকডাউন প্রত্যাহার করা যেতে পারে। আর যদি সম্পূর্ণ লগডাউনে যেতে হয় তাহলে মানুষের সম্পূর্ণ খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। একাজে ব্যাপক Resources এর প্রয়োজন হবে। সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় ধান কাটার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ১২০০০ (বার হাজার) শ্রমিক পাঠানো হয়েছে। তিনি এরকম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা নিয়মত অনষ্ঠান করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা উপর গুরত্ব দেন।

১৬। মহাপরিচালক, ডিজিএফআই বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধ শুধুমাত্র চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জনগণের ঘরে অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য আরও এক সপ্তাহ লকডাউন বাড়ানো যেতে পারে। হাসপাতালগুলোতে সব রকমের চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার প্রদত্ত খাদ্য সহায়তায় আরও সম্প্রসরণ প্রয়োজন যাতে সকল জনগণের নিকট তা পৌঁছায়। যে সমস্ত এলাকায় পাকা ধান কাটার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ঐ সমস্ত এলাকায় ধান কাটার শ্রমিক পাঠানোর বিষয়টি সমন্বয়ও জোরদার করা যেতে পারে। তাছাড়া, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ যদি নিজ এলাকায় গিয়ে রিফিলসহ অন্যান্য কার্যক্রম সমন্বয় করেন তাহলেও করোনাভাইরাস প্রতিরোধ অনেক সহজ হবে।

১৭। বর্ণিত বিষয়সমূহে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. এ ধরণের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা নিয়মিত (প্রতি দু'সপ্তাহে একবার) অনুষ্ঠান করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগতত্ত্ব ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় COVID-19 এর বিস্তার বিষয়ে প্রক্ষেপণ করবেন এবং নীতি নির্ধারকদের অবহিত করবেন।

৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কোভিড ১৯ এর চিকিৎসার জন্য প্রণীত প্রটোকল-এর ভিত্তিতে একটি টেলিমেডিসিন গাইড লাইন প্রণয়ন করবেন। রোগীদের ঘরে বসে চিকিৎসা প্রদানের যে সুবিধা বর্তমানে রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করবে।

৪. যে সকল এলাকায় কোভিড এর প্রার্দূভাব বেশী সে সকল এলাকায় লকডাউন ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে।

৫. যে সকল হাসপাতাল করোনা চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলিতে চিকিৎসার সকল সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের ব্যবস্থা নিত হবে। এসকল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

১৮। সভায় অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৫/০৪/২০২০খ্রি.
জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০-৩৩৫ তারিখঃ ২৭/০৪/২০২০খ্রি.

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।
১২. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
১৩. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৭. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই।
২০. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২২. পরিচালক, সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা।

২৭.০৪.২০২০
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব, হাসপাতাল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। (সভার কার্যবিবরণীটি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।